ড. তোতুনজির দৃষ্টিতে মুসলিম উম্মাহর পিছিয়ে থাকার কারণ

শাহ্ আবদুল হালিম

আন্তর্জাতিক ইসলামি আন্দোলনের অন্যতম নেতা, 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট'-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. আহমদ তোতুনজি গত আগস্টে তিন দিনের এক সফরে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এটি ছিল বাংলাদেশে তার তৃতীয় সফর। এ সময় ড. তোতুনজি ঢাকায় বিশিষ্ট নাগরিকদের চারটি সমাবেশে ভাষণ দেন। সমাবেশগুলো ছিল ব্যাংকার, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের। ড. আহমদ তোতুনজি ইতঃপূর্বে ১৯৭৮ সালে কাবা শরিফের ইমামের সফরসঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশ সফর করেন। এরপর ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সফর করেন। ড. আহমদ তোতুনজি বিভিন্ন উন্মুক্ত আলোচনা সভায় যা বলেছেন, মূলত তার ভিত্তিতে এ নিবন্ধ রচিত। এর কোনো কোনো বিষয় ড. আহমদ তোতুনজি একান্ত ব্যক্তিগতভাবে নিবন্ধকারকে বলেছেন। সে কারণে নিবন্ধটি রচনার পর তা সম্পাদনা, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য ই-মেইলযোগে ড. তোতুনজির কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বর্তমান নিবন্ধটি তাঁর সম্পাদিত ইংরেজি নিবন্ধের অনুবাদ। আগ্রহী পাঠক তার অনুমোদিত নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য ওয়েবসাইট www.shahfoundationbd.org-এ দেখতে পারেন।

ড. আহমদ তোতুনজি বাংলাদেশ সফরের সময় তার আলোচনায় মুসলিম উম্মাহর পিছিয়ে থাকার কারণ এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণে আমাদের করণীয় কী, সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

মুসলমানরা কেন পিছিয়ে আছে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. আহমদ তোতুনজি বলেন, 'আমরা গবেষণা ও উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করছি না। এ কারণে আমরা নিজেদের অধিকার রক্ষায় যথাযথ কৌশল নির্মাণে সক্ষম নই এবং অন্যদের মাধ্যমে ব্যবহৃত হচ্ছি।' তিনি নতুন প্রজন্মকে সৃজনশীলতা ও কর্মে নৈপুণ্য অর্জন এবং কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। পেশাগত ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন ও সর্বোত্তম উৎকর্ষসাধনেরও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

ড. আহমদ তোতুনজি মূলধারার ইসলামি আন্দোলনকে ছায়া মন্ত্রিসভা ও থিংক ট্যাংক গঠনের আহ্বান জানান। এক একটি থিংক ট্যাংক এক একজন মন্ত্রী পরিচালনা করবেন। তার ভাষায়, 'এর ফলে তিন-চার বছর সময়ের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনারা অনেক গবেষণা করতে সক্ষম হবেন, যা আপনাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার যথাযথ সমাধান নির্ণয়ে সহায়তা করবে। আপনাদের এ দেশ ও জাতিকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত করবে। তবেই আপনারা পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ইতিবাচক ও কার্যকর প্রতিউত্তর দিতে সক্ষম হবেন।'

দুঃখ করে তিনি বলেন, 'আমরা সবসময় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি, কিন্তু পরিকল্পনা করি না। ভালো কাজ সবসময় গ্রহণযোগ্য হবে, যদি তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়। যদি আমরা এক পা এগোই তবে আল্লাহর সাহায্য অবশ্যম্ভাবী।'

ড. তোতুনজি প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন ও বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে দায়িত্ব অর্পণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, 'প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এ বিশ্বে আপনারা সফলতা অর্জন করবেন না, যদি আপনারা প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সক্ষম না হন।' কর্মপন্থা ও কর্মসূচি প্রণয়নে তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ পেশাজীবীদের সাহায্য নেয়ার পরামর্শ দেন।

তিনি গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'নবপ্রজন্মকে অবশ্যই সাম্প্রতিক ইসলামি সাহিত্য পাঠ করতে হবে। এটা যথেষ্ট নয় যে, আপনারা সাইয়েদ কুতুব ও মওদূদীর বই অধ্যয়ন করেন। তারা তাদের সময়ের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, পণ্ডিত ও কুশলী। এসব ট্রাডিশনাল বইপুস্তক পড়ার সাথে সাথে আপনাদের সমকালীন ইসলামি সাহিত্য অবশ্যই পাঠ করতে হবে, যদি আপনারা সত্যই চান পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে।' তিনি আরবি ভাষা শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন, যাতে প্রতিটি মুসলমান কুরআন পাঠের সময় এর অর্থ সরাসরি বুঝতে সক্ষম হয়।

তার মতে, কোনো কোনো ইসলামি আন্দোলন স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে ইসলামি সংস্কৃতির পার্থক্য নির্ণয়ে ব্যর্থ। মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার এটি একটি কারণ। মহিলাদের মুখ আবৃত করা (নেকাব পরা) একটি স্থানীয় সংস্কৃতি। এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। কিছু লোক মহিলাদের মুখ আবৃত করাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যারা এটা করতে চান, তা তাদের জন্য একটি অধিকার। কিন্তু এটা ইসলামের একমাত্র পদ্ধতি নয়। এসব লোক বিশ্বাস করেন না, মহিলাদের রয়েছে পৃথক সত্তা। ড. আহমদ তোতুনজি দুঃখ করে বলেন, 'কিছু সংগঠন ইসলামের অগ্রযাত্রা নয়, বরং তাতে বাধা সৃষ্টির জন্য কাজ করছে। কোনো কোনো সময় আমরা মহিলাদের নিগৃহীত করি এবং তাদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিই। এটা ইসলামসম্মত নয়।'

ড. আহমদ তোতুনজি বলেন, 'মুসলিম উম্মাহর পিছিয়ে থাকার অন্য একটি কারণ হচ্ছে অসহিষ্ণুতা। যেসব বিষয়ে একমত পোষণ করি, সেগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে আমরা যেসব বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করি, তাকে গুরুত্ব দেই। আমরা প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে একমত পোষণ করি। আর দ্বিমত পোষণ করি শুধু ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে। তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের মতানৈক্যকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছি। মতানৈক্যকে আমাদের অবশ্যই পরিহার করতে হবে। একমাত্র ব্যাখ্যা বলে কিছু নেই। অনেক মত, পথ ও ব্যাখ্যা বিরাজমান। ইসলামি আন্দোলনকে মতপার্থক্য মেনে নিতে প্রস্তুত হতে হবে। অন্যথায় অগ্রযাত্রার কোনো সম্ভাবনা নেই।' তিনি ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের 'দাওয়াত ও রাজনীতি একাকার না করে ফেলার' পরামর্শ দেন। ড. আহমদ তোতুনজি বলেন, 'রাজনীতি হচ্ছে সম্ভাব্য অর্জনের নীতি এবং পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট ও অবস্থার কারণে কৌশল পরিবর্তন ও সমন্বিত করতে হতে পারে।' তিনি ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের সংখ্যালঘুদের উপেক্ষা না করার পরামর্শ দেন। এমনকি সে অবস্থায়ও যখন তারা নিজেরাই সংখ্যাগুরু, কেননা ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং ধর্মে জোর-জবরদস্তি নেই।'

ড. আহমদ তোতুনজি ১৯৯৭ সালে ঢাকার উপকণ্ঠে ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে যেকোনো কাজ যথাযথভাবে করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে আপনাদের উৎকর্ষ অর্জন করতে হবে। যদি আপনারা তা করতে সক্ষম না হন, তবে আপনারা বিজয় লাভের আশা করতে পারেন না। আশা করতে পারেন না সেসব নেতিবাচক শক্তিকে পরাজিত করার, যারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে কাজ করছে। এটা সংখ্যার বিষয় নয়। বরং মুসলমানদের উন্নত গুণাগুণ, যা বিশ্বে পরিবর্তন আনবে।' তিনি ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের মান উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

লিবিয়ান কলেজ অব পেট্রোলিয়াম ও মিনারেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ড. আহমদ তোতুনজি ১৯৭৮ সালে টিএসসিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তাদেরকে ইসলামে দাখিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনারাই বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের চালিকাশক্তি এবং আপনাদেরকে অবশ্যই এ মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে।'